

তাদাব্বুরে সূরা নাসর

শাইখ সালিহ আল-উসাইমী

অনুবাদ ও সংযোজন
আবদুল্লাহ আল মাসউদ



পেট্রফিল্ড

পা ব লি কেশ ন

বই	তাদাব্বুরে সূরা নাসর
মূল রচনা	শাইখ সালিহ আল-উসাইমী
অনুবাদ ও সংযোজন	উস্তায আবদুল্লাহ আল মাসউদ
ভাষা সম্পাদনা	শাকির মাহমুদ সাফাত
বানান সমন্বয়	মারজান মুহাম্মাদ আলিফ
প্রচ্ছদ	পেনফিল্ড গ্রাফিক্স টিম
পৃষ্ঠাসজ্জা	মুহারেব মুহাম্মাদ



অবতরণিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

শাইখ সালিহ আল-উসাইমীর সাথে আমার প্রথম পরিচয় তার দারসের কোনো একটি ক্লিপ সামনে আসার মাধ্যমে। আলোচনাটা বেশ ভালো লেগেছিল। এরপর একটু ঘাটাঘাটি করে তার নাম-পরিচয় সব জানা হয়। সেই সাথে তার অফিসিয়াল চ্যানেলগুলোও ফলো করা শুরু করি। অবসর সময়ে সাধারণত যাদের দারস আমি বেশি শুনি, তাদের মধ্যে তিনি একজন।

সূরা নাসরের উপর শাইখের একটি দারস থেকে তাঁর ছাত্ররা একটি ছোটো বই তৈরি করেছে। যেখানে তিনি এই ছোট সূরাটি থেকে চল্লিশটি ফায়দা উল্লেখ করেছেন। এমন এমন বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন যে, এই সূরাটি জীবনে বহুবার পড়লেও কখনও এত গভীর থেকে ভেবে দেখিনি। সত্যিই আল্লাহর কালামের আশ্চর্যতা কখনো শেষ হওয়ার নয়। যতই তাদাব্বুর ও চিন্তাভাবনা করা হবে, তাঁর মহিমাম্বিত কালাম থেকে ততই বৈচিত্র্যময় সুধা বের হয়ে আসবে।

বইটি আকারে ছোটো হওয়ার কারণে বিভিন্ন ব্যাস্ততা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নিই অনুবাদ করার এবং আল্লাহর দয়ায় এক বসাতেই অনুবাদ সম্পন্ন



করি। এরপর মনে হলো, প্রতিটি ফায়দার সাথে কিছু সম্পূরক কথা আসা দরকার। যাতে সে-গুলো আরও ব্যাপক হয়। কেননা অনেক ক্ষেত্রে ফায়দাগুলোর বর্ণনা এতই সংক্ষিপ্ত ছিল যে, একজন সাধারণ পাঠকের জন্য তা বুঝতে পারা কিছুটা কষ্টকর হওয়ার কথা।

সাধারণ পাঠকদের জন্য সহজবোধ্য করার প্রয়াস থেকে বইটিতে আমি বাড়তি যে কাজগুলো করেছি, তা হলো—

- প্রতিটি ফায়দার সাথে একটি করে উপযোগী শিরোনাম যুক্ত করে দিয়েছি। যাতে সেখানে কী নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে পাঠক তা একবাক্যে বুঝতে পারে।
- বইতে উল্লেখিত হাদিসের রেফারেন্স টীকায় সংযোজন করেছি।
- প্রতিটি ফায়দাকে আমি ক্রম-অনুসারে তাদাব্বুর নাম দিয়েছি। যেহেতু এগুলো সূরা নাসর থেকে উদ্ভাবিত।
- ‘সম্পূরক আলোচনা’ নামে প্রতিটি ফায়দা তথা তাদাব্বুরের সাথে ব্যাখ্যামূলক একটি আলোচনে জুড়ে দিয়েছি। যা মূল আলোচনাকে পাঠকের সামনে আরও বিস্তারিত আকারে বুঝতে সহায়তা করবে।
- শুরুতে লেখকের জীবনী তুলে ধরেছি।
- মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে ‘শুরুর আগে’ শিরোনামে সূরা নাসর-সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তুলে ধরেছি। যাতে করে এ-সূরার তাদাব্বুরে প্রবেশের পূর্বে পাঠক সূরাটির বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারে।
- সূরা নাসর অর্থসহ পুরোটা যুক্ত করে দিয়েছি।

এই ছিল মোটামুটি বাড়তি কাজের ফিরিস্তি। আমি আমার জায়গা থেকে

আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে

আল্লাহ তাআলা স্বীয় রসূল ﷺ ও তাঁর অনুসারীদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। কখনও অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে, কখনও যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে। আবার কখনও উভয়ের মাধ্যমেই। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছিল। কেননা তিনি আরবদের উপর যুক্তি-প্রমাণ ও অস্ত্রশস্ত্র উভয় মাধ্যমেই বিজয় লাভ করেছিলেন। এ-ধরনের বিজয়ই হলো সর্বোত্তম মানের বিজয়।

সম্পূরক আলোচনা

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, নির্দিষ্ট সীমানায় যুক্তি-প্রমাণ মন্দ কোনো বিষয় নয়। আকল বা যুক্তি-প্রমাণের লাগাম যতক্ষণ নকল তথা কুরআন-সুন্নাহর অধীনস্থ থাকবে, ততক্ষণ সেটা নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত। এর ব্যবহার নিন্দনীয় তো নয়ই বরং প্রশংসনীয়। এ-জন্যই দেখা যায় আল্লাহ তাআলা কুরআনে বারবার মানুষের আকল তথা বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগানোর প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। কেননা এর মাধ্যমে একজন মানুষ সহজেই সত্য খুঁজে পায়। হ্যাঁ, যখনই শরীয়াতের সীমারেখাকে পাশ কাটিয়ে, কুরআন-সুন্নাহকে ডিঙিয়ে আকলকে কেউ সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের মূল মানদণ্ড বানায়, তখনই দেখা দেয় বিপত্তি। যেমন, ভ্রান্ত ফিরকা মুতাযিলাদের ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছিল। তারা যুক্তি-প্রমাণকে কুরআন-সুন্নাহের উর্ধ্ব স্থান দিয়ে ফেলেছিল। যেটা পরবর্তীতে তাদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ আমাদের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।



আল্লাহর সাহায্য আসার নিশ্চয়তা

আল্লাহ তাআলার সাহায্য অবশ্যই আসবে। তাঁর সাহায্য কখনোই মুমিনদের ছেড়ে যাবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ.

“যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসবে”

আরবি ভাষায় إِذَا শব্দটি এমন বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা ভবিষ্যতকালে ঘটবে। আর উক্ত আয়াতে এই ঘোষণাটি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি; বরং যারা রসূলপ্রেমী ও রাসূলের অনুসারী তাদের ক্ষেত্রেও এটি সমানভাবে প্রযোজ্য। কারণ কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি ও সন্মোদনের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, প্রতিটি বিষয় সুনির্দিষ্ট ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে ব্যাপকার্থক থাকবে। সুতরাং যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করবে, ভবিষ্যতে অবশ্যই সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ করবে।

সম্পূরক আলোচনা

আরবি ভাষার চমৎকার একটি আলঙ্কার আমরা এখানে পাচ্ছি। তা হলো, অতীতকালের ক্রিয়া নিশ্চয়তার অর্থ প্রদান করে। যেহেতু অতীতে যা ঘটে গেছে তা আর ঘটা বা না ঘটার দোলাচলে থাকে না। পক্ষান্তরে ভবিষ্যতের ক্রিয়ার মধ্যে এই আশঙ্কা থাকে। কেউ যদি বলে আমি আসব, তাহলে তিনি আসতেও পারেন, আবার কোনো অসুবিধার কারণে তার নাও আসা হতে পারে। ফলে নিশ্চয়তার অর্থ প্রদান করার জন্য আরবিতে অতীত ক্রিয়াকে ব্যবহার করা

হয়। যেমন, কুরআনে এসেছে, ‘وَنُفِخَ فِي الصُّورِ’—অর্থাৎ ‘শিঙায় ফুঁ দেওয়া হয়েছে’। বাস্তবে তো ইসরাফিল আলাইহিস সালাম এখনো ফুঁ দেননি, কিয়ামাতের আগে দেবেন। কিন্তু ক্রিয়া নিয়ে আসা হয়েছে অতীত কালের। যেহেতু এটি অবশ্যই ঘটবে। সেজন্যই বাংলা অনুবাদে অতীত ক্রিয়ার অনুবাদ না করে একে ভবিষ্যৎকালের শব্দে প্রকাশ করা হয়—যখন ফুঁ দেওয়া হবে....।

এই সূরাতেও ‘জাআ’ (جاء) ক্রিয়াটি অতীতকালের। বিজয় যে আসবেই এটি সেই নিশ্চয়তা বোঝাচ্ছে। আর إِذْ শব্দটিও নিশ্চয়তার জন্য ব্যবহার হয়। তাই নিশ্চয়তার মর্মার্থ প্রদানকারী ক্রিয়ার সাথে এটি ব্যবহার করাটাই যুক্তিযুক্ত। এজন্যই খেয়াল করলে দেখবেন, কুরআনে কিয়ামাতের আগমন ও সেই সময়ের পরিস্থিতি নিয়ে যত আয়াত আছে, প্রায় সবই অতীত ক্রিয়ার সাথে শুরুতে إِذْ যুক্ত করে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন—

‘إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ’—যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।^৮

‘إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ’—যখন সূর্য নিষ্প্রভ হবে।^৯

‘إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا’—যখন প্রচণ্ড কম্পনে জমিন প্রকম্পিত হবে।^{১০}



৮. সূরা ইনফিতার : ০১

৯. সূরা তাকওইর : ০১

১০. সূরা যিলযাল : ০১



আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার পূর্বশর্ত

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে সাহায্য করবে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। কেননা আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর ইবাদাতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাজ করেছেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করেছেন।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ওয়াদা করেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُخْلِثْ أَفْئِدَتَكُمْ.

“হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো,
তাহলে তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং
তোমাদের পদকে সুদৃঢ় করবেন।”^{১২}

আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর ওয়াদার ক্ষেত্রে সত্যবাদী।

সম্পূরক আলোচনা

আল্লাহ তাআলা সবকিছু থেকে অমুপেক্ষী। বান্দার কোনো কিছুই আল্লাহর দরকার নেই। আয়াতে আল্লাহকে যে সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে—

ক. তাঁর হুকুম-আহকাম সঠিকভাবে মেনে চলা, শরীয়াতের অনুসরণ করা।

খ. আল্লাহর দীনকে সাহায্য করা।^{১৩}

আল্লাহ তাআলা যে বান্দার সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী—এ বিষয়টি

১২. সূরা মুহাম্মদ : ০৭

১৩. তাফসীরে কুরতুবী : ১৬/২৩২

একটি হাদিসে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আবু যর আল-গিফারী রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বরকতময় ও সুমহান রবের নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ বলেছেন—

يَا عِبَادِىَ لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى اتَّقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِى مُلْكِى شَيْئًا. يَا عِبَادِىَ لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَيْئًا، يَا عِبَادِىَ لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ قَامُوا فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِى فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِى إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْبَحْرِ إِذَا دَخَلَ الْبَحْرُ.

“হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মুত্তাকী ও পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই বৃদ্ধি করবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পাপী ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পূর্বের ও তোমাদের পরের সকলে, তোমাদের সমস্ত মানুষ ও সমস্ত জিন যদি সবাই একই ময়দানে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চায় এবং আমি সকলের চাওয়া পূরণ করে দিই, তবে আমার নিকট যা আছে তাতে সমুদ্রে একটি সুঁই রাখলে যতটা কম হয়ে যায় তা ব্যতীত আর কিছু কম হবে না।”^{১৪}



ইয়ামানের প্রতিনিধিদলের মর্যাদা

শেষজীবনে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যত প্রতিনিধি দল আগমন করেছিল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ও উত্তম হলো ইয়ামানের প্রতিনিধিদল। কারণ সূরা নাসরের তাফসীরে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে তাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,

جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ.

“বিজয় সংঘটিত হয়েছে, আল্লাহর সাহায্য এসে পড়েছে এবং ইয়ামানের অধিবাসীরাও আগমন করেছে।”^{২২}

সম্পূরক আলোচনা

৯ম ও ১০ম হিজরি সনকে ‘আম আল-উফুদ’ (عام الوفود) তথা প্রতিনিধি দলসমূহের আগমনকাল হিসাবে অভিহিত করা হয়। মক্কা বিজয়ের পর চারদিকে ইসলাম গ্রহণের জোয়ার শুরু হয়ে যায়। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভের জন্য সমগ্র আরব জাহান যেন মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিল। সীরাত-লেখকগণ সত্তরের অধিক প্রতিনিধিদল আগমনের কথা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ইয়ামানী প্রতিনিধিদল ছাড়া অন্য কারও বিষয়ে এমন প্রশংসাপূর্ণ বক্তব্য পাওয়া যায় না।

২২. তাফসীর ইবনে কাসীর : ৬/৪৫৬

ইসলামে প্রবেশের দুটি ধরন

ইসলামের মধ্যে মানুষের প্রবেশ করাটা দুই ধরনের।

প্রথম ধরণ হলো, ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসকে নিজের ভেতর ধারণ করে মুসলিম হওয়ার মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করা। এটি মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশ গোত্র এবং হুনাইন যুদ্ধের পর হাওয়াযিন গোত্রের বেলায় ঘটেছিল।

দ্বিতীয় ধরন হলো, ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসকে মেনে নিয়ে মুসলিম না হলেও বাধ্য হয়ে ইসলামের শাসনকে মেনে নেওয়া। এ-জাতীয় লোকদের উপর মুসলিমদের কর্তৃত্ব থাকে। তারা হয় মুসলিমদের শাসনাধীন অমুসলিম জনগোষ্ঠী।

সম্পূরক আলোচনা

মক্কা ও তায়েফের মধ্যস্থলে একটি উপত্যকার নাম হুনাইন। এখানে হাওয়াযিন ও সাকীফ নামক দুই গোত্র বসবাস করত। মুসলিমদের মক্কা বিজয় হাওয়াযিন গোত্রকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল, এখনই যদি মুসলিমদের উত্থান থামানো না যায়, তবে আর সম্ভব হবে না। তাই তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। তারা ছিল যুদ্ধে বেশ পারদর্শী একটি গোত্র।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সমরপ্রস্তুতির কথা জানতে পেরে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১২ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন। অতঃপর হাওয়াযিনীদের সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে ‘হুনাইন’ উপত্যকায় সেনাসমাবেশ করেন। সেখানে ব্যাপক যুদ্ধ হয়। মুসলিমরা শুরুতে কিছুটা বেকায়দা অবস্থায় পড়লেও পরে